কুটুমাসির শ্বাশুড়ি

কাকন গুপ্ত

শরৎ কাল এসে গেল প্রায়। অথচ আকাশ কিন্তু তার আভাস দিচ্ছে না। সকাল থেকেই বেশ কালো করে মেঘ হয়ে রয়েছে।
একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এবারের পুজোটা যে কেমন যাবে? —তা নিয়ে সবাই বেশ চিন্তিত।
পুজো নিয়ে বাঙালিদের যে একটা বাড়াবাড়ি রয়েছে সে কথা নতুন করে বলার কিছু নেই, সে আমরা বেশভালোভাবেই জানি কিন্তু আমাদের মানে আমার মামাবাড়ির লোকদের প্রধান বাড়াবাড়িটা হল আমাদের ভাইফোঁটানিয়ে। এবার একটু খোলসা করে বলি, আমার মায়ের বাড়ির দিকে মায়েরা হল চার বোন ও দুই ভাই। সবারই যথাসময়ে বিয়ে থা হয়ে গিয়েছে — এখন তারা যে যার জায়গাতে চুটিয়ে সংসার করছে। এখন এই ছানা পোনাদের অর্থাৎ কিনা আমাদের প্রধান আকর্ষণ হল, আমাদের মামাবাড়ির ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের দিনটা।
এবার আমাদের মামাবাড়ির নেচারটার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দি। বড়মামা থেকে শু করে ছোটমামা পর্যন্ত (মাঝে চার বোন) সবাই নাচ গান হৈ হল্লা করতে ওস্তাদ। মানে, মাঝে মাঝে আমাদের পরিবেশটা এত জমে ওঠে যে, দিদাও এসে অল্পসল্প হাত ঘুরিয়ে দিয়ে চলে যায়।
সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, আমরা, যারা কিনা একটি বা দুটির গোষ্ঠির মধ্যে পড়ি, তারা সারা বছরের এই নিরানন্দের মভূমিতে ঐ দিনটির জন্যে কেমন মুখিয়ে থাকি। এই তো গতবারই, সবাই এসে গেছে, অথচ কুটুমাসিই তখনও এসে পৌছয়নি। কুটুমাসি হল আমার মায়ের পরের বোন। বড় মাসি, তার পর মা, কুটুমাসি ও ছোটমাসি।
কুটুমাসি আমাদের ছোটদের প্রধান আকর্ষণ। কারণ কুটুমাসি আসা মাত্রই এমন সব মজার গল্প বলে যে, আমাদের হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা উঠে যায়। বলতে না বলতেই হঠাৎ দেখি বেশ বড় এক ব্যাগ নিয়ে রূপক ও কুটুমাসি হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকল। রূপক কুটুমাসির একমাত্র ছেলে, আমার মাসতুতো ভাই। এসেই মাকে হাঁক দিয়ে বল্ল, মিষ্টিদি এবারের রান্নার ভারটা তুই নিবি, আমার দ্বারা আর হল না। অথচ সবাই জানে যে মামাড়বাড়ি যে কোন ছোট বড় অনুষ্ঠানে রান্নার দায়িত্ব অবধারিত ভাবে মারই হয়ে থাকে। কারণ মার রান্না খুব ভালো। কুটুমাসির কথা শুনে মা একগাল হেসে বল্ল —"ভাগ্যিস বল্লি"।
সবাই ইতিমধ্যে কুটুমাসিকে চেপে ধরেছে, কেন এত দেরি করে এসেছে? কুটুমাসি তখন চোখ গুলিকে বড়বড় করে বল্ল—"সে বিশাল কান্ড, তার আগে একটু জল খেতে হবে।
কুটুমাসির গল্প শুর হওয়ার আগে ওর শ্বশুর বাড়ি সম্বন্ধে একটু বলে নি। ওর শ্বশুর বাড়ি জয়েন্ট ফ্যামিলি। মেসোরা তিন বোন, তিন ভাই। বোনেদের সবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড় ভাই আলাদা বাড়ি কিনেছে, এখন ওখানেই থাকে, আর ওদের প্রেসের বিজ্‌নেস্‌ রয়েছে। ওদের বাড়ির আসল চরিত্র হচ্ছে কুটুমাসির শ্বাশুড়ি। বয়স সত্তরের ঘরে। মানসিক থেকে শারীরিক দিক দিয়ে তিনি বেশি সুস্থ। অর্থাৎ কিনা মাথায় কিঞ্চিত গোলযোগ দেখা দিয়েছে। কখন কোথা কি জিনিস রাখছেন তা মনে রাখা তো দূরের কথা, সকালে উঠে কি খেয়েছেন তা বলাও তার কাছে বেশ কঠিন কাজ। যত দিন যাচ্ছে, তত গোলমালটা বেড়ে চলেছে।
একবার হয়েছে কি, তিনি সকাল থেকেই সারা বাড়ি ঘুরে চলেছেন। এরকম এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে গিয়ে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে কার দিকে যেন তাকিয়ে বলতে শু করলেন— "ওমা আপনি কখন আইলেন?" আমার তো কেউ কয় নাই যে, আপনি আইছেন। দ্যাখ কান্ড, ও বউমা, বলি তোমরা গেলা কোথায়? দ্যাখছ উনি আইছেন, উনারে কেউ বইতেও কয় নাই। এই বলে, কুটুমাসি ও কুটুমাসির মেজ জাকে ডাকডাকি শু করলেন। কুটুমাসি হাঁক ডাঁক শুনে দৌড়ে এসে দেখে যে, উনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও তো বলে যাচ্ছেন, — "তখন থেইক্যা আপনারে বইতে কইতাছি, বয়েন না ক্যান। কথাও তো কিছু কন না, খালি মুখ নাইড়্যা যাইতেছেন।"
ইদানীং কালে কুটুমাসির শ্বাশুড়ির নতুন রোগ দেখা দিয়েছে, —উনি উনার ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "ও ওমুক ক্যামন আছ, বলি অনেকদিন তো আস না, একবার আইলে পার" এই বলে কথা চালু করেন,ওদিকে অপর প্রান্তে "ওমুক" ভেবে যাকে ডাকা হয়েছে, সে তো অবাক দৃষ্টিতে উপরে বারান্দার ব্যক্তিটিকে চেনারচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশের থেকে নাতি, নাত্‌নিরা কেউ যদি বলে যে, ও ঠাকুমা কারে কি কও? উনারে তো আমরা চিনিনা, "ঠাকুমা তার উত্তরে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে। 'হু, তোরা আর কজনরে চিনবি,। আমি চিনি।"
এবার শুনি কুটুমাসির আজকের দিনে আসতে দেরি হওয়ার উপাখ্যানটি। জল যাকে পাচ্ছে তাকেই বীভৎস বকাবকি করছে। নাতি, নাত্‌নিরাও বয়ে কাছে ঘেষছে না।
ওদিকে কুটুমাসি সকাল থেকে রান্না বান্না করে রেডি বাপের বাড়ি আসবে বলে। মেসোর তৈরী হতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে, সাপ্তাহিক বর্তমানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। এরই মধ্যে চ্যাচামেচি করতে করতে কুটুমাসির শ্বাশুড়ি এসে বললো কুটুমাসিকে, —ও বলাকা, আমার দাঁতখান পাওয়া যাইত্যাছে না, তুমি কি জান কোথায় আছে? আমার মন বলে একমাত্র তুমিই আমারে খুইজা দিতে পারবা, জান নাকি? এইখানে বলে রাখি কুটুমাসির নাম বলাকা,শ্বশুর খুইজা দিতে পারবা, জানি নাকি? এইখানে বলে রাখি কুটুমাসির নাম বলাকা,শ্বশুর বাড়িতে সবাই ঐ নামেই কুটুমাসিকে ডাকে। কুটুমাসি মনোযোগদিয়ে কোন আরটিকেল পড়ছিল তখন, এক ফাঁকে শ্বাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বললো দাঁত দাঁতের জায়গাতেই আছে। উত্তর শুনে শ্বাশুড়ি তো গেলেন ভীষণ চটে। বললেন "হ কইলা এখখান কথা, দাঁত দাঁতের জায়গাতে আছে। আরে তাই যদি হইত তা হইলে কি আর আমি এত দূর হাইটা আসি তোমারে জিগাইতে?"
আরও কিছুখন সময় গেল। এবার বাড়ি শুদ্ধ লোক চ্যাচামেচি করছে, সবাই বিস্মিত সত্যিই তো কাপেরথেকে বাঁধানো দাঁতের পাটি নেবেই বা কে? এটা চুরি করে

কারই বা কি লাভ। এক, বাচ্চারা দুষ্টমি করে যদি কিছু করে। এবার বাচ্চাদের একে একে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—ঐ হেন কাজটি তারা কেউই করে নি। এইব ার কুটুমাসির মেজজা এসে কুটুমাসিকে বললো 'ও বলাকা শুনছ, সত্যিই কাপের মধ্যে দাঁত নেই।" সঙ্গে মেজ ভাসুরও এসে উপস্থিত। এবার আর কুটুমাসির পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব না। কুটুমাসি এবার বেশ একটা চাপা ধমকের সুরে বললো "মা, দাঁত খুইজ্যা যাইতেছেন, দাঁত তো আপনার মুখে আপনি পইর‍্যা অ াছেন, তখনই তো কইলাম দাঁত দাঁতের জায়গাতে আছে।"
উত্তর শুনে শাশুড়ি প্রচন্ড খেপে গিয়ে বললো "হ দাঁত আমার মুখে উনি কইব তারপর আমি বুঝব" এবার কুটুমাসির সঙ্গে বাকি সবাই পড়লেন সমস্যায়। সবাই এবার একে একে বোঝাবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। মেজ ভাসুর এও বললো "মা তোমার আঙ্গুলখান কামড়াইয়া দ্যাখ, তাহলেই বুঝতে পারবা। কিন্তু সেই বুড়িকে বোঝ ায় কারসাধ্য। অতএব কুটুমাসি প্রচন্ড খেপে গিয়ে শাশুড়ির মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে, নকল দাঁতের পাটি দুখানি টেনে বাড় করে শাশুড়ির হাতে দিয়ে বল্লে "এই নিন আপনার দাঁত"। দাঁত পেয়ে শাশুড়ি এক গাল হেসে বললো "তখনই কইছিলাম, তুমি ছাড়া কেউ পারব না খুইজ্যা দিতে।"

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com